যুগান্তর

তারিখ 13 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

ধারাবাহিক ভালো ফল সত্ত্বেও এমপিওভুক্ত হচ্ছে না বরিশালের পাঁচটি কলেজ

বরিশাল ব্যুরো

বছরের পর বছর ঈর্ষণীয় ফলাফল এমনকি মেধা তালিকার শীর্ষ পর্যায়ে স্থান করে নেয়ার পরও বরিশালের পাঁচটি কলেজকে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে না। প্রায় ১০ বছর ধরে চলছে এ অবস্থা। সংশ্লিষ্ট সূত্র এবং কলেজগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বহুবার দেনদরবার করা সত্ত্বেও শিক্ষা অধিদফতর কিংবা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোনরকম নজর দিচ্ছে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনসহ অফিসিয়াল নানা বিষয়ে অর্থ সঙ্কটের কারণে কলেজগুলোর টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার জল্লা ইউনিয়নে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জল্লা ইউনিয়ন কলেজ। ৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারীর এ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় প্রতি বছরই ভালো ফলাফল

কলেজ : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

কলেজ : বরিশালের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। চলতি বছর এখান থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয়া ১১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১০৭ জন। এর আগে ২০০৬ সালে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তৃতীয় হয় এ কলেজ। এছাড়া ২০০৫ সালে ৬৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ এবং ২০০৭ সালে ৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৯ জন পাস করায় চমক সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠানটি। আজও এমপিওভুক্ত হয়নি এ কলেজটি। ল'কলেজের অধ্যক্ষ ড. বিনয় ভূষণ রায় জানান, এমপিওভুক্ত করার জন্য বহুবার মন্ত্রণালয়ে ধরনা দেয়া হলেও কিছুতেই কিছু হয়নি। একই দশা উজিরপুর উপজেলার আরও ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাতলা এবং গুঠিয়া আইডিয়াল কলেজের। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গড়ে ৮০ থেকে ৯০ জন শিক্ষার্থী পাস করা এই কলেজ দুটি ইতিমধ্যে পেরিয়েছে ৭ থেকে ১০ বছর। এমপিওভুক্ত হননি এসব কলেজের প্রায় ৮০ জন শিক্ষক-কর্মচারী। অবশ্য গুঠিয়া কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত এমপিওভুক্ত হয়েছে। বাকি আছে স্নাতক পর্যায়।

২০০২ সালে জন্ম বানারীপাড়ার সৈয়দকাঠি ইউনিয়ন ইসলামিয়া কলেজের। চলতি বছর এ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৪৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪২ জনই পাস করেছে। গত বছর এখান থেকে ২৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে ২২ জন। এর আগের বছরগুলোতেও ঈর্ষণীয় ফলাফল করেছে কলেজটি। কিন্তু দীর্ঘ এসময়ও এমপিওভুক্ত হননি এ কলেজের ১৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ বসাক জানান, এমপিওভুক্ত করার জন্য বহুবার মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কিছুই করেনি কর্তৃপক্ষ। মুলাদী উপজেলার ছবিপুর ইউনিয়নে হাজী সৈয়দ বদরুল হোসেন কলেজটিও ভালো ফলাফল সত্ত্বেও এমপিওভুক্ত হয়নি। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজ থেকে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৩ জনই পাস করেছে। এখানে এখন উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ১২০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ শাহাদাত হোসেন জানান, প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছরই কলেজের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করছে। কিন্তু তারপরও বেতনের সরকারি অংশ অর্থাৎ এমপিও মিলছে না। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হাজী সৈয়দ বদরুল হোসেন জানান, টানা প্রায় ১০ বছর ধরে ব্যক্তিগত ব্যয়ে কলেজটি চালাচ্ছি। কলেজটি এমপিওভুক্ত না হলে টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হয়ে পড়বে।

পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, গত কয়েক বছর ধরেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল-কলেজের এমপিও প্রদান বন্ধ রেখেছে। এ ব্যাপারে বহুবার লেখালেখি করেও কোন কাজ হয়নি।